সংবাদ

তারিখ 04 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষা পদক

চট্টগ্রামে বিদ্যালয় বাছাই তালিকায় কারচুপি

নিরুপম দাশগুপ্ত

চট্টগ্রাম বিভাগে শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির (এসএমসি) তালিকা বাছাইয়ে কারচুপির গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্বাচিত করা হয়েছে, যা বাছাই কমিটির তালিকায় এক থেকে তিন নম্বরের মধ্যেও ছিল না। বাছাই কমিটিতে নির্বাচিত ওই বিদ্যালয়টিকে পাল্টে অন্য একটি বিদ্যালয়ের নাম বসিয়ে দেয়ায় খোদ নির্বাচকরাই হতবাক হয়ে গেছেন। তাদের বক্তব্য- 'তাহলে বাছাই কমিটির দরকার কী ছিল?' শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যখন সর্বোচ্চ প্রণোদনা ও অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, তখন কোমলমতি শিশুদের পাঠশালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের তুগলকী কাণ্ডে সচেতন অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

জানা গেছে; প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০১৭ প্রদান সংক্রান্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় বাছাই কমিটি তিনটি বিচারক প্যানেল গঠন করে। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) সৈয়দা সারোয়ার জাহানকে বিচারক প্যানেল-২ এর পাঁচ সদস্যের কমিটিতে প্রধান করা হয়। প্যানেলের অন্য সদস্যরা হলেন- উপপরিচালক (স্বাস্থ্য), উপপরিচালক- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (চট্টগ্রাম অঞ্চল), শিক্ষা কর্মকর্তা, উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক চট্টগ্রামে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

চট্টগ্রামে : বিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা (চট্টগ্রাম বিভাগ) ও সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই-চট্টগ্রাম। গত ২৯ আগস্ট আলোচ্য প্যানেলের সদস্যরা ৬টি ক্যাটাগরিতে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি নির্ধারণ। জানা গেছে, বাছাই প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম আসে। বিচারক প্যানেল শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পাসের হার, ম্যানেজিং কমিটির কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিবেচনায় এনে রাউজান উপজেলাধীন চিকদাইর মুন্সিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত করে। পরে তা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারকে সুপারিশ সম্বলিত তালিকা প্রদান করা হয়। তখন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন মো. রুহুল আমীন।